দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JAN 1997 ...
পৃঃ ৫ কলাম ৬

এসএসসি '৯৭ এবং প্রাসঙ্গিক কথা

এন. এন. এম সারওয়ারে আখতার

আগামী ৬ই মার্চ/১৯৯৭ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে দেশে প্রথম বারের অভিন্ন (মুক্ত) প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা। এ অবস্থায় একজন পরীক্ষার্থী হিসেবে আমি দেশের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের সামনে কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাইছি যেগুলো কমবেশি সবাই জানেন।

প্রথমত, খাতা মূল্যায়নের ব্যাপারটি। এটি আগে বলছি কারণ পরীক্ষায় এর ওপরই নির্ভর করে ফলাফল। গত ১০ই নভেম্বর 'সংবাদ'-এ শ্রদ্ধেয় মাহবুব কামালের 'খাতা কাটায় মেধা মূল্যায়ন না অবমূল্যায়ন' লেখাটি যারা পড়েছেন তারা বিষয়টি সহজেই ধরতে পারবেন। মূলত নম্বর দেবার ব্যাপারে আমরা শিক্ষকদের দু'টি ধারা দেখেছি। একদল বলেন, কোন বিষয়ে (ধরা যাক বিজ্ঞানে) কেউ যদি যথাযথ উত্তর দেয় তবে তাকে ৫ এ ৫ই দেয়া হবে; অন্যরা বলেন, যতই ভালো লেখুক ৪-এর বেশি দেয়া হবে না। অনেকে নম্বর দেন খাতার পরিসর দেখে বা পয়েন্টের সংখ্যা দেখে। অনেকে আবার হাতের লেখার প্রতি এতই মনোযোগী যে হাতের লেখা ভালো হলে খাতা না পড়েই (আদৌ প্রাসঙ্গিক উত্তর আছে কি না?) ৪ দেন আর হাতের লেখা সামান্য খারাপ হলেই দেন ২বা ২½। এভাবে প্রতি বিষয়ে পরীক্ষকভেদে নম্বর কমে গিয়ে সমান মেধা সম্পন্ন দু'জন ছাত্রের মধ্যেও বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। দেখা গেল একজন মেধা তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে, অন্যজন মাত্র ১০ নম্বরের জন্য ২০তম স্থানটিও পায়নি। অথচ তারা সমান মেধাবী।

আবার অনেকে আছেন, মুখে যাই বলুন মুখস্থ বিদ্যার খুব কদর করেন। ফলে যে হুবহু বই-এর প্রতিটি লাইন লিখতে পারে সে পেয়ে যায় বেশি নম্বর। এমনকি প্রশ্নের উত্তরের শেষে মন্তব্যটা যদি এক সুরে মাথা মোড়ানো (বই/গাইড মুখস্থকারী) আর দশজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলেও নম্বর কম দেয়া হয়। আর এটাই ছাত্রদের মাঝে এনে দেয়া সৃজনশীলতার প্রতি বিতৃষ্ণা। যেমন আমাদের ইসলাম শিক্ষা বইটির ৮০%-ই কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ভরা। উদ্ধৃতি অবশ্যই বক্তব্যকে শাণিত করে, কিন্তু পরীক্ষার খাতায় তার গুরুত্ব গৌণ। ছাত্র কি শিখছে সেটাই মুখ্য বিষয়। আমাদের শিক্ষকরাও একথা মানেন এবং মুখস্থ বিদ্যার বিরোধিতা করেন অথচ যে খাতায় থাকে উদ্ধৃতির ছড়াছড়ি তাতেই ওঠে বেশি নম্বর।

এমনিতেই আমাদের শিক্ষার সীমাকে সার্টিফিকেটের মধ্যে সংকুচিত করা হয়েছে (মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা) তারপরে আবার মুখস্থ বিদ্যার প্রসার- এভাবে শিক্ষা কতটুকু আগাবে?

আমাদের শিক্ষকরা যে কত উদাসীন তার প্রমাণ শুধু মাত্র শিক্ষকদের ভুলে এবার জয়পুরহাটে ৮৭ জন ছাত্র তাদের ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারবে না। খাতা নিরীক্ষণ-পরীক্ষণেও যে তাঁদের এরূপ অবহেলা নেই তার কি কোন গ্যারান্টি আছে? দেখা গেল সব প্রশ্নের উত্তরই পরীক্ষক নম্বর দিয়েছেন কিনা তা না দেখেই নিরীক্ষক সই করলেন। ফলে উক্ত বিষয়ে (সাহিত্য/ইতিহাস) একজন ছাত্র ২৮-এর স্থলে ২৩ পেল। কমে গেল ৫ নম্বর। ফলাফলে দেখা গেল ১ নম্বরের জন্য তার ১ম বিভাগ হয়নি। এদিকে যেহেতু বিষয়টি সাহিত্য সম্পর্কিত তাই ছাত্র ভেবেই নিল এটাই তার প্রাপ্ত নম্বর কারণ অংকের মতো এখানে নিশ্চিত নম্বর বলা যায় না।

এসএসসিতে একটি নিয়ম রয়েছে ঃ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নেপত্রে উত্তরে কোন চিহ্ন দেয়া যাবে না। তাহলে হল থেকে বেরিয়ে আমরা উত্তর মেলাবো কিভাবে। তাদের সহজ যুক্তি ঃ 'তুমি কোন্ উত্তর দিচ্ছ তা তো ভুলে যাচ্ছ না।' কিন্তু দু' একটি তো ভুলে যেতেও পারি। ৫০টি প্রশ্নের কোন্ ৫০টি উত্তর আমি দিলাম তা তো হল থেকে বেরিয়ে আসার পর খেয়াল নাও পড়তে পারে। কিন্তু এটা আমাদের মেলানো প্রয়োজন, বিশেষত যতদিন কম্পিউটারে বিপর্যয় থাকবে। এজন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি পারেন না, এ বিধি তুলে দিতে এবং কম্পিউটারের সঠিক ফল তৈরির জন্য ২ জন লোককে ২৪ ঘন্টার পরিবর্তে ৬ জন লোককে ২৪ ঘন্টা (৮+৮+৮) কাজ করাতে?

প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয়ে আলোকপাত করব- বোর্ড কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক পিরিয়ড ভাগের সময় যেন বিষয়ের দিকে নজর দেন। এমনিতেই আমাদের বইগুলি এমনভাবে লেখা যে অনেক সময়ই নিজে নিজে কিছুই বোঝা যায় না (যেমন উচ্চতর গণিতে 'লগারিদমের ব্যবহার' সম্পর্কে উদাহরণ আছে পূর্ণ সংখ্যার এবং দশমিক সংখ্যা উভয়েরই; কিন্তু পদ্ধতির কোন ব্যাখ্যা না থাকায় দু' একটি অঙ্কে অসুবিধা হয়)। কিন্তু সবার পক্ষেই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া অসম্ভব। বস্তুত আজকের 'Professional private Tutor' এর যুগে। আবার নোট পড়ে অনেক সময়ই তারা সঠিক জ্ঞানার্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। এ জন্য বিষয়ের পরিসর বিবেচনা করে সাপ্তাহিক পিরিয়ড বরাদ্দ করা দরকার।'

এবার সেট কোড লিখতে ভুল করে একজন মেধাবী ছাত্র তার ফলাফল লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। কিছুদিন আগে 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে তার বড় ভাই লিখেছেন যে, হল পরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাকে (পরীক্ষার্থী) আশ্বস্ত করা হয়, কিন্তু তা ছিল শুধুই 'আশা কুহকিনী' -এই বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাতের কারণ হল বোর্ড কর্তৃপক্ষ এগুলো সবই জানেন। বিভিন্ন সময় এসব খন্ড চিত্র তাদের চোখে ভাসে। কিন্তু একসাথে সবগুলো খন্ডকে জোড়া দিলে যে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয় সেটা উপলব্ধি করে তারা যেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। অনেকে বলবেন ঃ 'এ অসুবিধা তো আগেও ছিল।' কিন্তু তখন যদি আমি লিখতাম তবে অনেকে বলতেন ফোঁপড় দালালি। নিজে একজন পরীক্ষার্থী বলেই এবার লিখতে সাহস হল।

সবশেষে সকল পরীক্ষার্থীর পক্ষ থেকে আবেদন করব- যেহেতু এবার অভিন্ন মুক্ত প্রশ্নে পরীক্ষা হবে, তাই সমস্ত বইটিই আমাদের পড়তে হবে। এদিকে নজর দিয়ে যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষ রুটিন প্রণয়ন করেন তবে আমাদের ব্রেনের ওপর চাপ কম পড়বে, পূর্ণ সিলেবাস 'রিভাইজ' দিয়ে আমরা যেতে পারব পরীক্ষার হলে।

[লেখক এসএসসি পরীক্ষার্থী '৯৭ জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া]